Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/19/2026 3:34 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৪ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ১৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/19/2026 3:34 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৪ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ১৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়তেই ১৫০০ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স, নিফটিও নিম্নগামী

হরমুজ উদ্ধারে মধ্যপ্রাচ্যে সেনা পাঠাচ্ছেন ট্রাম্প! এবার ইরানের বুকে ছুটবে 'মার্কিন বুট'

হরমুজের তলদেশে 'ইন্টারনেট কেবল', ইরানের হামলায় দেখা দিতে পারে সভ্যতার সংকট

ভোটের আগে বাংলায় আমলাবদলি

কমিশনকে তোপ মমতা-র

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পাঁচ রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর প্রশাসনিক রদবদল ঘিরে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক শীর্ষ আমলা ও পুলিশ আধিকারিককে হঠাৎ বদলির ঘটনায় সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।বুধবার রাতেই রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের অন্তত ১৩ জন আইপিএস অফিসারকে তামিলনাড়ু ও কেরলে বদলির নির্দেশ দেয় কমিশন। এই তালিকায় আকাশ মাঘারিয়া, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমনদীপ ও ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের মতো কর্মকর্তারা রয়েছেন। এর আগেই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অফিসারদের বদলি করা হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন সিনিয়র আধিকারিককে সরানো হয়েছে বলে অভিযোগ।বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দীর্ঘ পোস্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, এই বদলিগুলি কোনওভাবেই স্বাভাবিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গকে টার্গেট করেই পরিকল্পিতভাবে এই রদবদল করা হচ্ছে, এবং এর পিছনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টি-কে নিশানা করে প্রশ্ন তোলেন, এত প্রতিহিংসা কেন? বাংলার মানুষকে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে? তাঁর মতে, কমিশনের এই 'অতিসক্রিয়তা' তাদের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের সরাসরি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে কমিশন সূত্রে বরাবরই জানানো হয়, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই ধরনের প্রশাসনিক বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।ভোটের আগে প্রশাসনিক রদবদল নতুন নয়, কিন্তু বাংলায় এভাবে একযোগে এত উচ্চপদস্থ আধিকারিককে সরানো রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তাপ বাড়িয়েছে। এর জেরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ও কেন্দ্র-রাজ্য স পর্ক নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ভবানীপুরে শুভেন্দুকে 'গো ব্যাক' স্লোগান, পাল্টা স্লোগান বিজেপি কর্মীদের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের প্রচারে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভবানীপুর। বৃহস্পতিবার এলাকায় প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। চক্রবেড়িয়া এলাকায় তাঁর মিছিল পৌঁছতেই 'গো ব্যাক' স্লোগান তুলতে শুরু করেন তৃণমূল সমর্থকেরা। পালটা স্লোগান দেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল শুভেন্দুর প্রচার মিছিল। সেখান থেকেই প্রথমে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুই পক্ষের মধ্যে স্লোগান যুদ্ধ শুরু হয়। যদিও পুলিশ হস্তক্ষেপে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পর সরাসরি ভবানীপুর থানায় যান শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে লিখিত অভিযোগও জানান তিনি। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল শিবির।উল্লেখ্য, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে শাসকদলের প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে নন্দীগ্রাম থেকেও প্রার্থী হয়েছেন তিনি, ফলে রাজনৈতিক লড়াই আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।ভবানীপুরকে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলেই মনে করা হয়। তবে এই কেন্দ্রে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী দুই পক্ষই। শুভেন্দু আগেই দাবি করেছেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছেন, ভবানীপুর থেকেই জয়ের নেতৃত্ব দেওয়া হবে।সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে থেকেই ভবানীপুরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনা সেই রাজনৈতিক লড়াইয়ের তীব্রতাকেই আরও একবার সামনে এনে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/19/2026 3:34 PM Page 3

বিকিনি পরে রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরুষরা! ব্যাপারটা কী?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গোয়া হোক বা বিদেশের কোনও সমুদ্র সৈকত, বিকিনি পরে উষ্ণতা ছড়াতে দেখা যায় বহু ললনাকে। কিন্তু তাই বলে এই পোশাকে সেজে লাইনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরুষরা! ব্যাপার কী? কী ঘটেছে? স প্রতি একটি পেট্রোলপাে পর তরফে ঘোষণা করা হয় যে বা যাঁরা বিকিনি পরে আসবেন সেখানে, তিনি বা তাঁরা বিনামূল্যে পেট্রোল পাবেন। আর এই ঘোষণাকে নিতান্তই সত্য বলে মেনে নিয়ে সেখানে গিয়ে বিকিনি পরে ভিড় জমাতে থাকেন পুরুষরা! ২০১৬ সালে রাশিয়ার একটি গ্যাস স্টেশনের তরফে এই প্রচার করা হয়েছিল। তাদের তরফে ভাবা হয়েছিল, এটি নিছক একটি জনপ্রিয় প্রচার স্টান্ট হবে। কিন্তু ওই শীতের দেশে লোকজন ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি নিয়ে নেবেন, এবং বিকিনি পরে সত্যি সত্যিই গ্যাস স্টেশনে চলে আসবেন সেটা প্রত্যাশা করেনি। এই গ্যাস স্টেশনের মূল আইডিয়া কী ছিল? তাদের তরফে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাঁরা বিকিনি পরে আসবেন, তাঁরা বিনামূল্যে গাড়ির ফুল ট্যাঙ্ক পেট্রোল ভরে নিয়ে যেতে পারবেন। এই গ্যাস স্টেশনের তরফে ভাবা হয়েছিল, বোধহয় সুন্দরীরা সব বিকিনিতে উষ্ণতা ছড়াবেন। এতে লোকজনের নজর কাড়বে। সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়বে। সুন্দরীদের দেখার টানে আরও বহু মানুষ সেখানে আসবেন। ফলে জমাটি ব্যবসা হবে। ভিড় হবে। কিন্তু ভাগ্যের অন্য কিছু ইচ্ছে ছিল। পুরুষরা বিকিনি পরে গাড়ি নিয়ে এই গ্যাস স্টেশনে আসতে থাকেন। পরে যায় লম্বা লাইন। কেউ সত্যিই বিনা পয়সায় তেল ভরতে আসেন। আর কেউ কেউ নিছক মজা করে বন্ধুদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। বিষয়টা রীতিমত হাসাহাসি, খেরাকের পর্যায় পড়ে যায়। কেউ তো আবার বিকিনির সঙ্গে হাই হিল পরে এসেছিলেন। বাদ যায়নি গয়নাগাটি, রোদচশমা। আর মুহূর্তের মধ্যে গোটা বিষয়টা দেখার মতো জিনিসে পরিণত হয়। গ্যাস স্টেশন নজর কাড়তে চেয়েছিল, সেটা বাস্তবায়িত হয়। তবে অন্য কারণে।

আর যেহেতু গ্যাস স্টেশনের তরফে বলা হয়েছিল যাঁরা বিকিনি পরে আসবেন তাঁরাই বিনামূল্যে ফুল ট্যাঙ্ক তেল পাবেন, নির্দিষ্ট কোনও লিঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি, তাই পুরুষরা বিকিনি পরে এলেও তাদের তেল দিতে বাধ্য হয় এই গ্যাস স্টেশন। ফলে লোকসান হয় বিস্তর।

মার্কেটিং চমক দিতে গিয়ে, ক্ষতির মুখে পড়ে তাঁরা। তবে বিষয়টা সমাজমাধ্যমে দারুণ ভাইরাল হয়।

কলকাতায় ভুতুড়ে ঠিকানার হদিশ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। ঘিরে থাকে শুধু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল আর গা-শিরশিরে ভয়। আর তারই টানে মানুষ ছোটে ভুতুড়ে সব ঠিকানায়। একবার না একবার যদি দেখা মিলে যায় অদেখা কারও! ভূত আছে না নেই, সে বিতর্ক বরং থাক। তবে গা ছমছম করা সেই অনুভূতি ঘিরে কৌতূহল যে ষোলো আনা আছে সকলেরই, সে নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। ভূতের গল্প, ভুতুড়ে বই, সিনেমা কিংবা অডিও স্টোরিতে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মজে থাকাই তার সিলমোহর। এবারের বইমেলাতেও যে হারে ভুতুড়ে গল্পের বই বিক্রি হয়েছে হুড়মুড়িয়ে, তাতেও সে কথাটা প্রমাণ হয় বইকি! তা হলে বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রেই বা ভুতুড়ে স্বাদ অধরা থাকবে কেন! রোমাঞ্চে ঘেরা এমনই বেড়ানোর নাম ঘোস্ট ট্যুরিজম। গোটা বিশ্বের মতো এদেশেও এখন যাকে ঘিরে আগ্রহ বাড়ছে চরচরিয়ে। বাঙালিই বা পিছিয়ে থাকবে নাকি! তাই কলকাতা হোক বা বাংলার নানা প্রান্ত কিংবা দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকা হন্টেড প্লেসে দেদার ছুটছেন ভুত-সন্ধানী পর্যটকের দল। রমরমিয়ে বাড়ছে হন্টেড ট্যুর-এর চাহিদা। আপনিও বুঝি সেই রোমাঞ্চের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে চান? তা হলে বরং খাস কলকাতাতেই কিছু 'ভুতুড়ে' ঠিকানার খেঁজ দেওয়া যাক।এ শহরের আনাচকানাচেই আছে এমন বেশ কিছু জায়গা, যাকে ঘিরে অশরীরী অভিজ্ঞতার নানা গল্প ওড়ে রাতবিরেতের এলোমেলো বাতাসে। নিজেরাই পৌঁছে যেতে পারেন সাহস করে। কিংবা এ শহরের বেশ কিছু সংস্থা এখন রাতভর ভুতুড়ে ট্রিপের ব্যবস্থা করে। চাইলে যেতে পারেন তাদের সঙ্গেও। তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার বেশ কিছু ঠিকানা।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি ঃ ব্রিটিশ আমলের এই বিরাট লাইব্রেরির সিঁড়ি থেকে থামে ঘেরা বারান্দা কিংবা সুনসান হলঘরে রাত নামলেই নাকি ঘুরে বেড়ায় ছায়া ছায়া এক নারীমূর্তি। কেউ তার পায়ের শব্দ শোনেন, কেউ বা অনুভব করেন তার অস্তিত্ব। ভয়ে কাঁটা হয়ে কর্মীরা তাই রাতের শিফটে ভয় পান আজও।

সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেটারি ঃ আদতেই কবরখানা। তেনারা থাকবেন না, তাও কি হয়? গাছে-আগাছায় ঘেরা ভাঙাচোরা সমাধিগুলো ঘিরে তাদের চারপাশে পাক খাওয়া দমচাপা বাতাসে তাই দেদার ভূতের গল্পের বসত। সত্যি-মিথ্যে জানা নেই। তবে গোরস্থানে সাবধান হওয়াই তো ভাল!

হেস্টিংস হাউস ঃ আলিপুরে একদা ব্রিটিশ বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাসাদোপম বাড়িতে এখন কলেজ-হস্টেল মিলিয়ে দিনভর অজস্র মানুষের যাতায়াত। তবু রাত নামলেই সুনসান পুরী যেন কেমন গা-ছমছমে হয়ে ওঠে। শোনা যায়, আজও নাকি চাঁদনি রাতে ঘোড়ার পিঠে এক সাহেবের দেখা মেলে! কানে আসে অদ্ভুত সব শব্দ। এমনকী এক অতৃপ্ত নারীও নাকি তার হারানো প্রেমিকের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় এ বাড়ির আনাচকানাচে।

রাইটার্স বিল্ডিং ঃ একদা কেরানিদের দফতর থেকে গত দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার প্রশাসনিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু এই বিরাট বাড়িটি ঘিরেও গল্প নেহাত কম নয়। ব্রিটিশ আমলে এ বাড়িতেই নাকি অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়েছিল এক সাহেবের। তাঁর আত্মা নাকি রাত নামলেই আজও ফিরে আসে অফিসে। হেঁটে বেড়ায় করিডর থেকে করিডরে। বন্ধ ঘর থেকে শোনা যায় টাইপরাইটারের খটাখট। আর তাই সন্ধে পেরিয়ে অন্ধকার হলেই আজও সোজা বাড়িমুখো হন এ বাড়িতে অফিস করতে আসা মানুষ।

কলকাতা ডক ঃ এমনিতেই সন্ধে নামলে ফাঁকা হয়ে আসে গোটা চত্বর। টিমটিমে আলোয় আরও যেন গা ছমছমে হয়ে ওঠে পরিবেশ। তাতে অনেকেই বলেন, অতীতে এই জাহাজঘাটার আশপাশে তলিয়ে যাওয়া নাবিক কিংবা কর্মীদের আত্মা নাকি রাত বাড়লেই ফিরে আসে এ পাড়ায়। কান পাতলেই শোনা যায় তাদের চিৎকার।

খুব সাবধান

ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ শুক্রবার থেকেই ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস বাংলায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার খুব একটা বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। তবে বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণের সব জেলাই ভিজতে পারে। তবে বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকবে না।দক্ষিণে ভ্যাপসা গরম থাকবে বৃহস্পতিবার। কারণ বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প রয়েছে। তবে সন্ধের পর তাপমাত্রা কমতে পারে।উত্তরবঙ্গেও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির খুব একটা সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিং, কালি পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে।যদিও শুক্রবার থেকেই বদলাতে পারে আবহাওয়া। শুক্র ও শনিবার দক্ষিণের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। হতে পারে কালবৈশাখীও। সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে হাওয়া অফিস।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। যার ফলেই আবহাওয়ায় বড়সড় বদল হতে পারে শুক্র এবং শনিবার। এই দুই দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণের একাধিক জেলায়। এমনকী দমকা হাওয়ার দাপটও দেখা যেতে পারে। ২০ মার্চ শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে। এই সব জেলায় শুক্রবার ঝড়ের সম্ভাবনাও রয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি।উত্তরবঙ্গে ২১ মার্চ শনিবার শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষত, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। ওই দিন উত্তরের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে।

রান্নাঘরের 'বেলন'-এই জব্দ ৯ গ্রহ!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বেলন চাকি দিয়ে সাধারণত রুটি, লুচি, পরোটা, ইত্যাদি বেলা হয়। কিন্তু তাই বলে এটা দিয়ে গ্রহদের ঠান্ডা করবেন? হ্যাঁ, করবেন। কারণ বেলনের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে, যা ৯টি গ্রহর নেতিবাচকতাকে শুষে নিতে পারে। আপনার যদি হওয়া কাজ আটকে যায়, কাজে প্রতি পদে বাধা পান তাহলে এই বেলন দিয়ে সহজ টোটকা করুন। যে গ্রহের দোষ থাকুক না কেন সেটা কেটে যাবে।কী করতে হবে? বেলন নিয়ে মাথার উপর ক্লকওয়াইজ অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যেদিক দিয়ে ঘোরে সেই ভাবে ৯ বার ঘোরাতে হবে। এবার বেলনটিকে মাটিতে ৯ বার ঠুকে দিন। কী হবে এতে? ৯ বার আপনি যখন বেলনকে মাথার উপর ঘোরালেন তখন ৯ গ্রহের মধ্যে যে গ্রহের নেতিবাচক উর্জা আপনার উপর ছিল সেটাকে সে শুষে নেয়। আর মাটিতে যখন ঠুকলেন তখন সেটা ধরিত্রী শুষে নেয়। ফলে আপনার উপর থেকে নেতিবাচক উর্জা সরে গেল।

এতে গ্রহ দোষ কাটে, বিপদ সরে যায়। জীবনে যে বাধা, বিপত্তি আসছিল সেটাও দূর হয়।

যদি আপনার সন্তান বা বাড়ির কেউ অসুস্থ তার জন্য এই টোটকা করতে চান, তাহলে করতে পারেন। পরিবারের কেউ তার হয়ে একই ভাবে তার মাথার উপর বেলন ঘুরিয়ে সেটা মাটিতে ঠুকলেও একই ভাবে কাজ করবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/19/2026 3:34 PM Page 4

টিকিট না পেয়ে বিস্মিত উজ্জ্বল চ্যাটার্জি

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ কুলটি বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়াল প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চ্যাটার্জি-র মন্তব্য ঘিরে। টানা তিনবারের বিধায়ক স্পষ্ট জানালেন, তআমার খেলা শেষ হয়েছে, যদিও একইসঙ্গে দলের প্রতিই আনুগত্য বজায় রাখার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। ২০০৬, ২০১১ এবং ২০১৬;পরপর তিন দফায় কুলটি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে এলাকার অন্যতম জনপ্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন উজ্জ্বল চ্যাটার্জি। সেই সময় রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও তিনি তৃণমূলের অন্যতম মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অল্প ব্যবধানে, মাত্র প্রায় ৬০০ ভোটে পরাজিত হন তিনি। সেই হার নিয়ে দলীয় গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ তুলে একাধিকবার প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

পরাজয়ের পরেও সংগঠন মজবুত করতে গত পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত কর্মীসভা, মিছিল এবং জনসংযোগ কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছেন তিনি।

ফলে আসন্ন ২০২৬ সালের নির্বাচনে তাঁর নাম প্রার্থী তালিকায় থাকবে বলেই মনে করেছিলেন অনেকে। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, কুলটি কেন্দ্র থেকে তাঁর নাম বাদ পড়েছে, যা ঘিরে হতাশা ছড়ায় তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। প্রার্থী না হওয়া প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে উজ্জ্বল চ্যাটার্জি বলেন, তআমার খেলা শেষ হয়েছে, তবে আমি দলের সঙ্গেই আছি।দ তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

কারণ, একদিকে ব্যক্তিগত হতাশা, অন্যদিকে দলের প্রতি আনুগত্য;দুইয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কথায়।উল্লেখ যোগ্যভাবে, তিনি শুধু তিনবারের বিধায়কই নন, কুলটি পুরসভার চারবারের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন।

ফলে স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব যথেষ্টই রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কুলটির নির্বাচনী সমীকরণ কতটা বদলাবে এবং তৃণমূল সংগঠনে এর প্রভাব কতটা পড়বে।

সম্প্রীতির বার্তা, মন্দির থেকে মাজার প্রচারে নির্মল চন্দ্র রায়

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়িতে ভোটের লড়াই জমে উঠতেই মাঠে নেমে পড়েছেন তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়। প্রার্থী ঘোষণা হতেই তিনি সময় নষ্ট না করে সরাসরি জনসংযোগ শুরু করেছেন। শুরুতেই তিনি সা প্রদায়িক স প্রীতির বার্তা দিতে চান। একদিন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরের দিনই তিনি সোনাখালী মাজারে চাদর চড়ান। তাঁর সঙ্গে দলের স্থানীয় নেতারাও ছিলেন। তিনি বলেন, তাঁদের দল সব ধর্মকে সমানভাবে স ম্মান করে তাই মন্দির, মাজারের পর তিনি চার্চেও যাবেন বলে পরিকল্পনা আছে। প্রচারে তিনি

রাজ্য সরকারের উন্নয়নকেই বড় করে তুলে ধরছেন। যদিও দলের মধ্যে ঐক্যের ছবি দেখা গেলেও শহর ব্লক সভাপতি অরূপ দে-র না থাকা নিয়ে একটু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তবে নির্মলবাবুর কথায়, অরূপ দে এখন সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত, খুব শিগগিরই তিনি প্রচারে যোগ দেবেন। সব মিলিয়ে, তৃণমূলের জোরদার প্রচারে ধূপগুড়ির রাজনীতি এখন বেশ গরম।

ভোটের মুখে ভাঙড়ে বিস্ফোরণ, ১ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভাঙড় এলাকায় ফের বিস্ফোরণে চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার রাতে চালতাবেড়িয়ার বামনিয়া এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। যদিও পুলিশ এখনও মৃত ও আহতদের পরিচয় নিশ্চিত করেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে আচমকা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসিন্দাদের মধ্যে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি প্রশাসনের তরফে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু

হয়েছে। ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর অভিযোগ, ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময়ই বিস্ফোরণ ঘটে। তাদের দাবি, মৃত ও আহতরা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা-কর্মী। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এদিকে, বিস্ফোরণের পর এলাকায় আরও উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার পর এক এসএফআই কর্মীকে মারধর করা হয়। যদিও এই ঘটনাতেও পুলিশ বিস্তারিত কিছু জানায়নি।উল্লেখ যোগ্যভাবে, ভাঙড় এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক অশান্তির কারণে শিরোনামে থেকেছে। নির্বাচন ঘনিয়ে এলে সেখানে উত্তেজনা বাড়ে বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। অতীতেও একাধিকবার সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এই এলাকায়।ফলে ভোটের মুখে এই বিস্ফোরণের ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রশাসনের।

স্বপ্নার বাবার মৃত্যুর খবর ভাইরাল, গুজব উড়াল পরিবার

বাবলুর রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ জেলা জুড়ে হঠাৎ করেই ছড়িয়ে পড়ে প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ স্বপ্ন বর্মন,এর বাবার মৃত্যুর গুজব, যা ঘিরে তৈরি হয় ব্যাপক বিভ্রান্তি। বুধবার রাত থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমে এই ভুয়ো খবর দ্রুত ছড়াতে শুরু করে। অনেকেই সেই খবরকে সত্যি ভেবে শোকপ্রকাশও করেন।তবে পরে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই খবর স পূর্ণ অসত্য। স্বপ্না বর্মনের বাবা বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন এবং লাইফ সাপোর্টে তাঁর চিকিৎসা চলছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা

গুরুতর হলেও তিনি এখনও জীবিত আছেন বলে পরিবার নিশ্চিত করেছে।বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরিবারের তরফে জানানো হয়, ছড়িয়ে পড়া মৃত্যুর খবরটি স পূর্ণ ভুয়ো। এরপর ধীরে ধীরে প্রকৃত পরিস্থিতি সামনে আসে এবং গুজবের অবসান ঘটে।উল্লেখ্য, ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মন এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নাম ঘোষণা হতেই ভরতপুরে তুলি হাতে মোস্তাফিজুর রহমান

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচারে জোর দিল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার ভরতপুর বিধানসভা এলাকায় প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান সুমন তুলি ও কালি হাতে নিয়ে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারের সূচনা করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। সবাই মিলে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দেয়াল লিখন কর্মসূচি স পন্ন করা হয়। এদিন প্রার্থী নিজেই তুলি হাতে নিয়ে দলের

স্লোগান লিখে প্রচারের বার্তা পৌঁছে দেন সাধারণ মানুষের কাছে।দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং সরকারের উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে এই ধরনের প্রচার কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনে আরও জোরদারভাবে এলাকাজুড়ে প্রচার চালানো হবে বলেও জানান প্রার্থী।স্থানীয়দের মতে, এদিনের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভরতপুরে নির্বাচনী লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রস্তুতির স্পষ্ট বার্তা দিল।

বিতর্ক পেরিয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন জয়প্রকাশ টোপ্পো

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই ময়দানে নেমে পড়েছেন প্রার্থীরা। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে বিদায়ী বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর ওপরই ফের ভরসা রেখেছে দল। নাম ঘোষণার পরপরই বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছেন তিনি। আজ সকালে সাকোয়াঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়েরকাটায় জোরালো প্রচার চালান জয়প্রকাশ। প্রসঙ্গত, গত উপ-নির্বাচনে এই এলাকায় বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে থাবা

বসিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

যদিও স্থানীয়দের সব প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় অতীতে এখানে তৃণমূলের যুব নেতার পদত্যাগসহ একাধিক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। সেইসব বিতর্ককে পাশে সরিয়ে আজ গয়েরকাটার গুরুত্বপূর্ণ

এই আসনটিতে রীতিমতো দাপিয়ে ভোট প্রচার সারলেন তৃণমূল প্রার্থী।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/19/2026 3:34 PM Page 5

পুরোনো ডেনিমের নতুন রূপ

মধ্য কলকাতার জনপ্রিয় জিন্স গলি

উনিশ শতকে শ্রমিকদের সুবিধার্থে যে পোশাকের প্রচলন হয়েছিল, আজ তা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ফ্যাশনদুরস্ত নারী-পুরুষের পছন্দের অন্যতম। শুধু তো ফ্যাশন নয়, রোজকার জীবনে জিন্স বেশ সুবিধার পোশাকও বটে। তাই জিন্সের জনপ্রিয়তা আজ বিশ্বজুড়ে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিন্সের দামও বেশ চড়া। শহর কলকাতাতেই আছে এমন এক জায়গা যেখানে পুরোনো জিন্সের প্যান্ট পরিষ্কার এবং মেরামতি করে তাকে আবার বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা হয়। আর সেই জিন্সের প্যান্ট তুলনামূলক কম দামে শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন বাজারে রমরমিয়ে আবার বিক্রি হচ্ছে, ফলে সকলেই সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ করতে পারছেন সহজেই। কলকাতার এই জায়গা এখন পরিচিত জিন্স গলি নামে।মধ্য কলকাতার মহ ম্মদ আলি পার্কের কাছে নীলমাধব সেন লেন, এই রাস্তারই ডাকনাম জিন্স গলি। মেট্রোয় মহাত্মা গান্ধি রোড স্টেশনে নেমে বা সড়কপথে মহ ম্মদ আলি পার্কের কাছে এসে স্থানীয় কারোর কাছে জিন্স গলির খোঁজ করলেই খুঁজে পাওয়া যাবে এই ঠিকানা, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় নীল সুতোর গা বেয়ে। ওপরের দিকে তাকালে দেখা যায় শুধুই শুকোতে দেওয়া পুরোনো জিন্স।

সকাল থেকেই এই পাড়ায় শুরু হয়ে যায় কাচা ধোওয়া আর শুকোনোর ব্যস্ততা। অপরিসর গলির দু-পাশের ঘরের দিকে তাকালে চোখে পড়বে জিন্সের প্যান্টের স্তুপ। এরকমই এক ঘরে আলাপ হলো ব্যবসায়ী মহ ম্মদ ইউসুফের সঙ্গে। তার সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল প্রায় ১২-১৫ বছর ধরে এই ব্যবসা চলছে।বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরোনো জামাকাপড়ের বিনিময়ে যারা বাসনপত্র বিক্রি করেন,

এরকমই ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকেই মূলত এই পুরোনো পোশাক পান তারা। তারপর কাচা ধোওয়া করে পরিষ্কার করে, প্রয়োজনীয় মেরামতির পরে আবার সেগুলো পাইকারি হারে তারা বিক্রি করেন শিয়ালদহ, হাওড়া, ধর্মতলার বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছে। শুধু শহর নয় টিটাগড়, বারুইপুর প্রভৃতি শহরতলির বাজারেও ছড়িয়ে পড়ে এই পোশাক। এমনকি রাজ্যের বাইরে ওড়িশা, আসাম, বিহারেও পৌঁছে যায় এই জিনিসগুলো। তবে সবচেয়ে বেশি যায় ওড়িশায়। এমনকি বিভিন্ন মেলাতেও মেলে এরকম জিন্সের দেখা।অপরিসর গলির দু-পাশের ঘরের দিকে তাকালে চোখে পড়বে জিন্সের প্যান্টের স্তুপ। এরকমই এক ঘরে আলাপ হলো ব্যবসায়ী মহ ম্মদ ইউসুফের সঙ্গে।

তার সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল প্রায় ১২-১৫ বছর ধরে এই ব্যবসা চলছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরোনো জামাকাপড়ের বিনিময়ে যারা বাসনপত্র বিক্রি করেন, এরকমই ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকেই মূলত এই পুরোনো পোশাক পান তারা। এ তো গেল জায়গার কথা, কিন্তু একেবারে নতুন জিন্সের সঙ্গে এগুলোর দামের পার্থক্য কতটা। এই প্রসঙ্গে ইউসুফ জানালেন, তএকদম ফ্রেশ যে প্যান্টের দাম প্রায় ২০০০-৩০০০ টাকা, সেখানে এই জিন্সের দাম পড়ে ২৫০-৩০০ টাকা। ফলে, সকলের কাছেই তা সহজলভ্য হয়। পুজোর সময় অল্প কিছুদিন নতুন জিন্সও পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু পুরোনো জিন্সের বাজার চলে সবসময়। শুধুই কি জিন্সের প্যান্টের বাজারই এটা? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অন্যান্য পোশাক নিয়েও কাজ করা হয়, তবে প্রধানত কাজ হয় পুরোনো জিন্সের প্যান্ট নিয়েই। তাই এই গলি এখন জিন্সের গলি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বাজারে এই পোশাকের চাহিদা কেমন?

ইউসুফ জানালেন যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে, রোজ এখানে পুরোনো পোশাক বিক্রেতারা এসে পাইকারি হারে কিনে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করেন। তবে কোভিড পর্বের আগে ব্যবসা আরও ভালো ছিল। করোনার পর কিছুটা হলেও চাহিদা কমেছে।উনিশ শতকে ক্যালিফোর্নিয়ার বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং দর্জিরা খনি শ্রমিকদের কাজের উপযুক্ত মোটা কাপড়ের খোঁজ করতে করতে পেয়ে যান জাহাজের তাঁবু তৈরির জন্য ব্যবহৃত মোটা ডেনিম কাপড়। ফ্রান্সের সুতো ব্যবসায়ীদের তৈরি করা এক ধরনের মোটা সুতো দিয়েই জার্মান শহরের তাঁতি জিন ফুস্তিয়া এই ডেনিম কাপড় বুনেছিলেন। জিন ফুস্তিয়ার নামানুসারেই পরবর্তীকালে এই কাপড়ের নাম হয় জিন্স। যাইহোক, মার্কিন দর্জি বিভিন্ন কাপড় দিয়েই তৈরি করেন নতুন ধরনের প্যান্ট যা যথেষ্ট টেকসই এবং পরিশ্রমসাধ্য কাজের উপযুক্ত হবে। এইভাবেই তৈরি হয়েছিল জিন্সের পোশাক।

রোজকার দৌড়ঝাঁপের জীবনে বা ছুটিতে ঘুরতে যাওয়া সবক্ষেত্রেই মানুষের পছন্দের তালিকায় জিন্সের পোশাক জায়গা করে নিয়েছে সেই কবেই। আর এই বিপুল জনপ্রিয়তায় সকলের সাধ্যের মধ্যে জিন্সের পোশাক পৌঁছে দিচ্ছেন শহর কলকাতার এই ব্যবসায়ীরা । তাদের হাত ঘুরেই রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরের পুরোনো পোশাকের বাজারে পৌঁছে যাচ্ছে নতুন জীবন পাওয়া ব্র্যান্ডেড জিন্সের প্যান্ট। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।